তারিখ ২৪ JUL 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির যৌথসভায় বক্তারা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদের ক্যানসার অপসারণই চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) যৌথভাবে এক মতবিনিময়সভার আয়োজন করে গতকাল শনিবার। এতে বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের সামনে রোল মডেল তৈরি করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের মধ্যে অনৈক্য বিরাজমান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশকারীরা সন্ত্রাসবাদে জড়িত। সব মিলিয়ে শিক্ষা

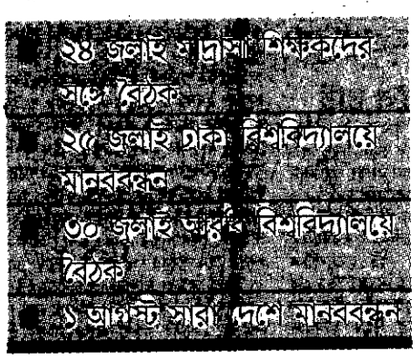

প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদের ক্যানসার অপসারণ করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তারা আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের দায় উপাচার্যদেরও নিতে হবে। এদিকে সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি নিরাপত্তার জন্য সরকারের সহায়তা চান উপাচার্যরা।

রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এ মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও শিক্ষকরা এ সভায় অংশ নেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মিজানউদ্দিন বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা কী রোল মডেল উপস্থাপন করছি? তাদের কী শিক্ষা দিচ্ছি? আমাদের আত্মসমালোচনা করা দরকার। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যেও নানা মত রয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর চাঁদাবাজি ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে সাধারণ ছাত্ররা আজ তাদের পেছনে যাচ্ছে না। তাদের প্রতি আস্থাও নেই। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সময় 'শিবিরকর্মীরা' যেন নিয়োগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, শিক্ষকরা যখন পথ থেকে বিচ্যুত হন, তখন শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে কীভাবে আনা যাবে। শিক্ষকরা যখন টাকার নেশায় বাইরে খ্যাপ মেরে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সময় দেন না, তখন তাদের কথা শিক্ষার্থীরা কেন শুনবে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা ও নিরাপত্তার তারকাঁটা বেড়া নির্মাণে ১৫ লাখ টাকা লাগবে। কিন্তু এর জন্য কোনো বাজেট নেই। এ বিষয়টি সরকারকে বিবেচনা করতে হবে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম ইমামুল হুক বলেন, অনেক স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। এটা ভাবা যায় না। স্কুল লেভেলে অ্যাসেম্বলিতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে হবে।

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আলাউদ্দিন বলেন, সন্ত্রাসবাদ গ্লোবাল সমস্যা। দেশে জামায়াত-শিবির এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এসব কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের শিক্ষকদের মাঝে কলহ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। পত্রিকায় দেখা যায়, জামায়াত-শিবির আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পদ পাচ্ছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক সমস্যা আছে। এসব বিষয়ে খোঁজ নিন। কোচিং সেন্টারের অধিকাংশই জামায়াত-শিবিরের। এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে আমরা সহযোগিতা করব। শিবিরকর্মীদের নিয়োগ দেবেন না কোনো প্রতিষ্ঠানে। এজন্য অনেক আওয়ামী লীগ নেতাও তদবির করেন। পুলিশেও সমস্যা আছে। অভিভাবকদের করণীয় নির্ধারণে একটি ডকুমেন্টরি তৈরি করে প্রচার করা দরকার। তিনি বলেন, জঙ্গিবাদবিরোধী জাতীয় শিক্ষা কনভেনশন করবে শিক্ষক ফেডারেশন। আগামী ২৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী সবচেয়ে বড় মানববন্ধন হবে। বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল ইসলাম খান বলেন, আগস্ট হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধীদের টার্গেট মাস। আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, দলাদলি না করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সামাজিক শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন করতে হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, জঙ্গিবাদে শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জড়িত, এমনটি বলা যাবে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। ১ আগস্ট সারা দেশে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এতে দেশের সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশিদ বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের ঘটনায় কোনো উপাচার্য দায় এড়াতে পারেন না। এক্ষেত্রে তারা কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে পারবেন না। কেউ দায়িত্ব নিতে না পারলে, আগেই সরে যেতে হবে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রুপ স্টাডি, স্টাডিরুম বা ট্যুরিজম সোসাইটিসহ নানা নামে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে কী কার্যক্রম চালাচ্ছে, তা মনিটর করা দরকার। এক্সট্রা কারিকুলাম কার্যক্রমের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে হারুন অর রশিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ থাকা দরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এটা বৈশ্বিক সমস্যা। জার্মানি, চিন, যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও এসব ঘটছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাসের সংখ্যা অতিনগণ্য। এটা উল্লেখ করার মতো নয়। আসুন সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি। এই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হব।

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমরা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে চাই। এ কারণেই আমাদের ধারাবাহিক মতবিনিময়। প্রথম করেছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এরপর করেছি কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের সঙ্গে। এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। বোরবার আলিম স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। এরপর আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ৩০ জুলাই এ ধরনের আরেকটি সভা হবে।

তিনি বলেন, আমাদের ৫ কোটি শিক্ষার্থী ও ২৫ লাখ শিক্ষক। এক-তৃতীয়াংশের বেশি জনগণ। ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বার্তা পৌঁছে দেব। এরপর আমরা বিভাগীয় শহরে মতবিনিময় করব, যেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একত্র করা যায়। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজ উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে।

সভায় শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোজাম্মেল হক খানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।